দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 11 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৫ ...

পাঠ্যবইয়ের ভাষা সহজ হচ্ছে

এম এইচ রবিন ●

সহজ ভাষায় পাঠ্যবই রচনার এবং শ্রেণিভেদে বইয়ের সংখ্যা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে ২০১৮ সালে সহজ ভাষায় নতুন সংস্করণের পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজও শুরু হয়েছে।

অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা শিশুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সমালোচনা বেশ আগে থেকেই করে আসছিল বিভিন্ন মহল। এর ওপর শিক্ষাবিদদের আপত্তি ছিল বিজ্ঞান বইয়ের কঠিন ভাষা নিয়ে। চলমান এই সমালোচনার মধ্যেই চলতি বছর ২৬ জুলাই জেলা প্রশাসক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) মুক্ত আলোচনা হয়। সেখানে ডিসিরাও পাঠ্যবইয়ের বিষয়ে মতামত তুলে ধরেন। তারা বলেন, কয়েক বছর ধরে অনেক শিশুই বইয়ের ওজন বহন করতে পারে না। স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে অভিভাবকরা বইয়ের ব্যাগ বহন করেন। তাদেরও হিমশিম খেতে হয়। শ্রেণিভিত্তিক বইয়ের সংখ্যাও বেশি বলে মত দেন ডিসিরা। উদাহরণস্বরূপ তারা বলেন, পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠ্যবই ছয়টি। অথচ ষষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠার পর পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য এত বড় সিলেবাস আত্মস্থ করাও কষ্টকর হয়ে পড়ে। সব কিছু শুনে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী। পরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের বিষয়টি জানিয়ে ২৯ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে চিঠি দেওয়া হয়।

২০১৮ সালে নতুন সংস্করণ

শ্রেণিভেদে বইয়ের সংখ্যা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রিপরিষদ থেকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে– শ্রেণিভেদে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া শিক্ষা সংক্রান্ত একটি সমস্যা। প্রথম শ্রেণি থেকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর বয়স বাড়ে এক বছর। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা বেড়ে যায় অনেক। যেমন পঞ্চম শ্রেণিতে যেখানে পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা ছয়টি, সেখানে ষষ্ঠ শ্রেণিতে বইয়ের সংখ্যা বেড়ে হয় ১৩টি। শিক্ষার্থীদের বয়স বিবেচনা করে শ্রেণিভেদে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় আনতে হবে। একই সঙ্গে এ বিষয়ে অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে জানাতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রধানমন্ত্রীকে এ সম্পর্কে অবহিত করবে।

উল্লিখিত বিষয়ে সহমত পোষণ করে এক কর্মকর্তা বলেন, মাধ্যমিক স্তরে শারীরিক শিক্ষা, চারুপাঠসহ অনেক অপ্রাসঙ্গিক বই রয়েছে। এসব বিষয় পাঠ্যবই না করে খেলাধুলা বা শারীরিক কসরতের আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এ ছাড়া বইয়ে অনেক সহজ বিষয় কঠিন করে তুলে ধরা হয়েছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা উন্নয়নে শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত পরামর্শক কমিটির সভা ডাকে। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সভায় অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ২

পাঠ্যবইয়ের ভাষা সহজ হচ্ছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক মনজুর আহমেদ, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, জাতীয় কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক বুক বোর্ডের (এনসিটিবি) সদস্য (কারিকুলাম) রতন সিদ্দিকী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে উপস্থিত এক কর্মকর্তা আমাদের সময়কে জানান, এসব বিষয় পূর্ণ মূল্যায়ন করার জন্য বৈঠকে চারটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো হলো– কারিকুলাম পর্যালোচনা সাব-কমিটি, নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকের মানোন্নয়ন ও ভাষায় প্রাঞ্জলকরণের উদ্দেশ্যে সাব-কমিটি, প্রশ্নব্যাংক সাব-কমিটি ও পরীক্ষা সংক্রান্ত সাব-কমিটি। এসব কমিটি বৈঠক করে করণীয় চূড়ান্ত করবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ আমাদের সময়কে বলেন, নবম শ্রেণির বিজ্ঞানের পদার্থ, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞান– এ চারটি বইয়ের ভাষা অনেক কঠিন। এসব বইয়ের ভাষা সহজ করার জন্য ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের বইগুলোও সংশোধন করে শিক্ষার্থীদের জন্য সহজবোধ্য করে তোলা হবে।

কবে নাগাদ নতুন সংস্করণের পাঠ্যবই শিক্ষার্থীরা পাবে– এ প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রণালয়ের ওই কর্মকর্তা জানান, আশা করি ২০১৮ সালের শিক্ষাবর্ষেই নতুন সংস্করণের বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের মধ্যে সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এজন্য উভয় মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা করা হবে। এ ছাড়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য একটি প্রশ্নব্যাংক তৈরি করা হবে। শিক্ষকদের প্রশ্নব্যাংকটি থাকবে সংরক্ষিত। শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল পাঠ্যপুস্তক সহজ ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনে উদ্যোগ নেওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, বিজ্ঞান বইয়ের নিউটনের সূত্রটি এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা দেখলেই শিক্ষার্থী ভয় পায়। বিজ্ঞান বইগুলো শিশুদের জন্য সহজ করে তুলে ধরা হবে, যেন শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী হয় এবং আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা নিতে পারে।